গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এপ্রিল/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	৩০-০৪-২০২৩
সভার সময়	বেলা ২.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এপ্রিল/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা শুরু করেন। তিনি এ বিভাগে নবযোগদানকৃত অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন, উপসচিব, জনাব দীপক কুমার চক্রবর্তী ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম-কে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর, সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মার্চ/২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

কক্র	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। অন্যান্য দপ্তর ও কোম্পানীসমূহের কোন বিষয় এ বিভাগে অনিষ্পন্ন নেই মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, নির্ধারিত রেটে গ্যাসের মূল্য পরিশোধের বিষয়ে বিসিআইসি এবং পিডিবি'র নিকট বকেয়া আদায়ের বিষয়ে গত ২৮-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত কার্যক্রমের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ হতে পাওয়া গেছে। টিজিটিডিসিএল জানিয়েছে যে, অক্টোবর/২২ মাসের গ্যাস বিল বিসিআইসি পরিশোধ করেছে। কিন্তু বিসিআইসি নতুন রেটে গ্যাস বিল পরিশোধ করছে না। অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, শিল্প মন্ত্রণালয় হতে সম্প্রতি একটি পত্র পাওয়া গেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪.৪৫ টাকা রেটে বিসিআইসি যে গ্যাসের মূল্য পরিশোধ করছে, তা সঠিক আছে। সভাপতি এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) সারসংক্ষেপটি দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, বর্তমানে পিডিবি'র নিকট ৮৮৪ কোটি এবং আইপিপি'র নিকট ৬৬৬ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ১৫৫০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। পিডিবি গত অক্টোবর/২২ পর্যন্ত এবং আইপিপি গত সেপ্টেম্বর/২২ পর্যন্ত বকেয়া পরিশোধ করেছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, আইপিপি'র নিকট হতে বকেয়া আদায়ের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেজিডিসিএল জানান যে, ইউনাইটেড গ্রুপের নিকট পূর্বের বকেয়া ২৪২ কোটি টাকা, যা তারা পরিশোধ করছে না। সভায় জানানো হয় যে, এ বিষয়ে একটি কমিটি কাজ করছে। কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) নির্ধারিত রেটে বিসিআইসি'র নিকট হতে গ্যাসের মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট দ্রুত সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) তদারকি করবেন। (গ) পিডিবি ও আইপিপি'র নিকট বকেয়া আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইপিপি বকেয়া পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা/ যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিজিডিসিএল ও জিটিসিএল এর কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য কোম্পানীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিবেদন সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান না করায় আগামী সভায় সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত প্রেজেন্টেশনের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রম বিজিডিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদে আরো যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামী সমন্বয় সভায় জিটিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিজিডিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের উপর উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে বিজিডিসিএল পরিচালনা পর্ষদ সভায় আরো যাচাই-বাছাই করতে হবে। (গ) আগামী সমন্বয় সভায় জিটিসিএল এর সম্পাদিত Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	বিপিসি/পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানী
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় বিষয়ে query করা হয়। উক্ত query এর উপর বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রাপ্ত জবাব পর্যালোচনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অঞ্চলভিত্তিক অফিস স্থাপন এবং ৮৫৯ জনবল বিশিষ্ট একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য গত ০৬-০৪-২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর তিনটি বিষয়ে পুনরায় তথ্য চাওয়া হয়েছে এবং অদ্যই পত্রটি পাওয়া গেছে। সভাপতি আগামী দু/এক দিনের মধ্যে তথ্যসমূহ বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে সংগ্রহ করে দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুনরায় চাহিত query'র তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ড্যাশবোর্ডটি মূলতঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট তা বাস্তবায়ন করছে। প্রকৃতপক্ষে এটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ড্যাশবোর্ড হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, Energy Sector Smart Master Plan এর কর্মপরিকল্পনা হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে গত ১৫-০৪-২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান যে, Integrated Power and Energy Master Plan এর খসড়া জাইকা হতে পাওয়া যায়। জাইকা হতে প্রাপ্ত খসড়াটি এ বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী না থাকায় তা সংশোধনের জন্য জাইকাকে ইতোমধ্যে ইমেইল করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, Integrated Power and Energy Master Plan এর খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রমটি এ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কার্যক্রমটির প্রমাণকের ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়নের বিষয়টি অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে জানানো প্রয়োজন। সভাপতি খসড়া প্রণয়নের বিষয়টি অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আরো বলেন যে, Energy Sector Smart Master Plan এর কর্মপরিকল্পনাটি Integrated Power and Energy Master Plan এর সাথে যাতে সাংঘর্ষিক না হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তিনি আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ড্যাশবোর্ড আপগ্রেডেশনের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) Integrated Power and Energy Master Plan এর খসড়া প্রণয়নের বিষয়টি অফিসিয়াল পত্রের মাধ্যমে জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) আগামী সমন্বয় সভায় Energy Sector Smart Master Plan এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশলগত দিক উপস্থাপন করতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ ও উন্নয়ন-১ অধিশাখা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৩.৫	পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, এসপিএম প্রকল্পের কাজ প্রায় ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ক্রুড অয়েল পাইপলাইনের কমিশনিং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কমিশনিং এর পর প্রকল্পটি আগামী জুলাই-আগাস্ট/২০২৩ এর মধ্যে উদ্বোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সভাপতি আগামী জুলাই/২০২৩ মাসে প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত তালিকার বিষয়ে আলোচনা হয়। পেট্রোবাংলার তালিকাটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এসপিএম উইথ ডবল পাইপলাইন প্রকল্পটি আগামী জুলাই/২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত উদ্বোধনযোগ্য তালিকাটি চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা কর্তৃক পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/ পেট্রোবাংলা/ বিপিসি/ইআরএল

৩.৬	(ক) সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া ও চলমান পাওনা আদায়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবরর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৭/০৪/২০২৩ তারিখে এ বিভাগ হতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়েছে। তাছাড়া, বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে ২১/০৩/২০২৩ তারিখে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড হতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বকেয়া আদায়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিডিউল প্রস্তুত করে বকেয়া পরিশোধের বিষয়টি রয়েছে। সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল অবহিত করেন, বাংলাদেশ বিমান আগামী মাস হতে ১০-১৫ কোটি টাকা করে বকেয়া পিওসিএলকে পরিশোধ করা শুরু করবে মর্মে জানিয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিমানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদনের জন্য গত ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উপসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, বিপিসি হতে নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। নীতিগত অনুমোদন পেলে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করবে মর্মে প্রস্তাবে জানিয়েছে। সভাপতি আগামী সভায় এ বিষয়ে অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক মাসিক ১০-১৫ কোটি টাকা করে বকেয়া আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিডিং প্রক্রিয়ায় Joint Venture এর মাধ্যমে আমদানি-নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপা-২ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৭	সভায় মার্চ/২৩ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং মার্চ/২৩ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৮টি এবং উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা শূন্য। উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, মার্চ/২৩ মাসে একটি দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট অফিসের প্রতিনিধি না পাওয়ায় একাধিক সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি আগামী মাস হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা বাড়ানোর জন্য জোর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৮	(ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে সর্বশেষ তথ্য ইনপুটের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বেশিরভাগ মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে ইনপুটের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিপিসির আওতাধীন এলপি গ্যাস লিমিটেড, এসএওসিএল ও জেওসিএল এর মামলার তথ্যাদি আপডেট করা হয়নি। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্যাদি আপডেট করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় আরো জানানো হয় যে, মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে ক্রয় চুক্তি সম্পাদন ও বিল পরিশোধের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। (খ) সভায় জানানো হয় যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট হতে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। তবে, অনেক জেলা হতে অভিযানের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওজন ও পরিমাপ মানদন্ড আইন ২০১৮ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া ও ময়মনসিংহ কর্তৃক মার্চ ২০২৩ মাসে যথাক্রমে ৩৭,০০০/- ও ১,৬২,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩ (তের)টি জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। পরিচালক (বিপণন), বিপিসি জানান যে, মার্চ/২৩ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ১৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। আগামী মাস হতে এ বিষয়ে বিপিসি'র পক্ষ হতেও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে,, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিভাগে সংযুক্তি বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী মাসে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা এবং আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, এ বিভাগে কর্মরত উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দেয়া যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং দ্রুত এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের তথ্যাদি সন্তোষজনক পাওয়া যায়। সভাপতি ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) যে সকল প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্যাদি মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে আপডেট করা হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে সফটয়্যারে আপডেট করতে হবে। (খ) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ভিত্তিক মেইনটেন্যান্স এর জন্য ভেন্ডরের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। (গ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সংযুক্তিপূর্বক নিয়োগের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়টি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) তদারকিপূর্বক আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন। (ঙ) এ বিভাগে কর্মরত উপসচিব, জনাব এস এম জাকারিয়া ও সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব মোঃ শেখ শহিদুল ইসলাম এর অনুকূলে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (চ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ই-দরপত্রযোগ্য দরপত্রসমূহ শতভাগ ই-দরপত্রের মাধ্যমে করতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে অগ্রগতি প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা/আইসিটি শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৪১টি সূচকের মধ্যে ২০টির শতভাগ অর্জন সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য সূচকের অর্জন শতকরা নব্বই ভাগের উপরে আছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুতের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া এপিএ উপস্থাপন করা হলে খসড়া এপিএ এর উপর বিশদ আলোচনা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুসারে প্রস্তুত করে এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে এবং যে সকল সূচকের অর্জন এখনো শতভাগ হয়নি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সে সকল সূচকের অর্জন শতভাগ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রমাণক প্রস্তুত করতে হবে। (গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ প্রস্তুত করে এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যথাসময়ে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) জানান যে, বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে গত ১৮-০৪-২০২৩ তারিখে উইং প্রধানের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনাক্রমে মতামতসহ সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, যেহেতু বিষয়টি ২০০৮ সাল হতে পেন্ডিং রয়েছে সেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন।	বাংলাদেশ কয়লা নীতি ২০০৮ এর খসড়া পুনর্গঠনের বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ অপারেশন-৩ শাখা ও পেট্রোবাংলা

৩.১১	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) মার্চ/২০২৩ মাসের অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করেন। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ/২৩ মাসে মোট ১৭৩২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের সংখ্যা ৪,৬২৬টি, বিচ্ছিন্নকৃত বার্ণারের সংখ্যা ১৬,১৪০টি, অপসারণকৃত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ২৫.৯৪ কি.মি. ও অবৈধ সংযোগের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬টি। সভায় অবৈধ গ্যাস প্রদানের কাজে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় আগামী সভা হতে গত তিন মাসে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় মার্চ/২৩ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল জানান যে, ট্যারিফ বাড়ার কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্যাস বিল আদায় কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। শীঘ্রই এ সমস্যা সমাধান হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি এতদবিষয়ক বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাব পেট্রোবাংলা হতে ইতোমধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, ফৌজদারী মামলা অন্তর্ভুক্ত থাকলে কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আদালতে স্বাক্ষী দিতে গিয়ে সময় ও জনবলের অপচয় হবে। তাই সেকশনে অবৈধ সংযোগ নিলে পুনরায় আর কখনো সংযোগ পাবে না মর্মে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনে স্টেকহোল্ডার সভা করা হবে। প্রস্তাবটি তিনি দ্রুত উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (অপারেশন-২)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। যুগ্মসচিব (অপারেশন-২) উল্লেখ করেন যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে গত ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। আগামী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করা হবে।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি (দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিগত তিন মাসে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যসহ) সুনির্দিষ্ট ছক আকারে (ছকের সকল তথ্য পূরণপূর্বক) এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে বকেয়া আদায়ের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। (ঘ) বেসরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধে জরিমানা পুনঃনির্ধারণ, জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও অবৈধ সংযোগ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি বিধি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবটি দ্রুত উপস্থাপন করতে হবে। (চ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে গত ০৯-০৪-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/
৩.১২	বিবিধ আলোচনা: (ক) সভায় জানানো হয় যে, দেশব্যাপী স্থাপিত সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৩/০৪/২০২৩ তারিখ পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) বরাবর চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স),	(ক) আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা/ প্রশাসন-৩ ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ ও

	পেট্রোবাংলা জানান যে, প্রতিবেদনটি পেট্রোবাংলা প্রান্তে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ও এ সংক্রান্ত ব্যয়ের বিষয়টি পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করা হবে। (খ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) উল্লেখ করেন যে, বুয়েটের স্বাক্ষরিত এমওইউ এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানিয়েছে। সভাপতি আগামী সমন্বয় সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে উৎপাদিত অফস্পেক পেট্রোলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর সভাপতিত্বে শীঘ্রই একটি সভা আহ্বান করা হবে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, আরপিজিসিএল এর এনজিএল হতে প্রাপ্ত অফস্পেক পেট্রোল অকটেন নাম্বারে উন্নীত করার জন্য সিআরইউ প্ল্যান্ট নেই। তাই প্ল্যান্টটি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ এর মাধ্যমে চালু করা যুক্তিযুক্ত হবে এবং এক্ষেত্রে আরপিজিসিএল এর যে লস হবে তা এসজিএফএল এর সাথে সমন্বয়পূর্বক নির্ধারণ করা হলে দু কোম্পানীই লাভবান হবে এবং প্ল্যান্টটি চালু করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপি গ্যাস লিমিটেড জানান যে, বিষয়টি প্রায় দু' বছর যাবত সমাধান না হওয়ায় এলপি গ্যাসকে প্রতিমাসে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, বিষয়টি দ্রুত সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তিনি যুগ্মসচিব (অপারেশন-১)-কে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মার্চ/২৩ মাসের শূন্য পদে নিয়োগের তথ্য উপস্থাপন করেন। উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৪১ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সম্প্রতি পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে। যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৪০ শতাংশের অধিক পদ শূন্য সেগুলো দ্রুত পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর শূন্য পদসমূহ পূরণে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) সভায় জানানো হয় যে, এসিআর অনুশাসনমালার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি দ্রুত প্রশিক্ষণ আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ডোসিআর সংরক্ষণ, বিরূপ মন্তব্য বহাল/অবলোপন ও অন্যান্য বিষয়ে এসিআর নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে দ্রুত একটি পত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। (চ) উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা	(খ) বুয়েটের সাথে স্বাক্ষরিত এমওইউ এর আলোকে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি চালুর বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে দাখিল করতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে শূন্য পদ রয়েছে সে সকল শূন্য পদ পূরণে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং শূন্য পদে নিয়োগ/পদোন্নতির অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (ঙ) এসিআর অনুশাসনমালার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্রুত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। (চ) ডোসিআর সংরক্ষণ, বিরূপ মন্তব্য বহাল/অবলোপন ও অন্যান্য বিষয়ে এসিআর নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে দ্রুত একটি পত্র দিতে হবে। (ছ) বিইআরসি'র অনিষ্পন্ন বিভিন্ন বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিভাগের যে সকল আইনের ইংরেজি ভার্সন নেই সেগুলো ইংরেজি ভার্সনে প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত তালিকা উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিইআরসি'র বিভিন্ন বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন রয়েছে। সেগুলোর হালনাগাদ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বিইআরসি'র অনিষ্পন্ন বিভিন্ন বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।		

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.১৯৫

তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
১৫ মে ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৫) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৯) যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব